দৈনিক জনকণ্ঠ

4

OCT. 25 1999

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২.....

আড়াই লাখ শিক্ষার্থীর জন্য এক বছরের ভ

ইলিয়াস খান

এক বছরের সেশনজট মাথায় নিয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রায় আড়াই লাখ শিক্ষার্থী। এদের এইচএসসি পরীক্ষার ফল বের হয়েছে চলতি বছরের ২৬ আগস্ট। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যালসহ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলে। এই প্রক্রিয়া শেষ হবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। অর্থাৎ ডিগ্রী কিংবা সম্মান শ্রেণীর ক্লাস শুরুর আগেই শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে যাবে মূল্যবান একটি বছর। এই সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ. কে. আজাদ চৌধুরী বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন থেকে ভাবছি। সমাধান খুঁজে বের করার জন্য চলতি মাসের শেষ দিকে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকে সমন্বিতভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত হতে পারে। জানা গেছে, ১৯৯৮ সালে এইচএসসি পাস করে যারা প্রকৌশল বিশ্ববিদ হবে আগামী ২৭ অক্টে প্রথম বর্ষের ক্লাস অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যাল বছর দু'মাস সময় চ

আড়াই লাখ (প্রথম পাতার পর)

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। মার্চের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করে দু'আড়াই মাসের মধ্যে রেজাল্ট দিয়ে জুন-জুলাইতে সেশন শুরু করে দেয়। সেশনজট না থাকার কারণে বাংলাদেশী অনেক ছাত্র ভারতে পড়াশোনার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অভিভাবকরাও এদের পাঠানোর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।

অভিজ্ঞ মহল জানায়, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পছন্দ নিয়েই মূল সঙ্কট শুরু হয়। যেমন দেখা যায়, বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রীদের প্রথম পছন্দ থাকে মেডিক্যাল কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং। তাই কোন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পরে আবার মেডিক্যাল কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সুযোগ পেলে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন ছেড়ে দেয়। এই আসন আর পরে পূরণ করা যায় না। সিট খালি পড়ে থাকে। ফলে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মেডিক্যাল কিংবা বুয়েটের আগে ভর্তি পরীক্ষা নেয় না। দীর্ঘদিন থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পছন্দের ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন, এটা ইউরোপ আমেরিকাসহ পৃথিবীর সব দেশেই রয়েছে। ছাত্ররা পছন্দনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ভর্তি হতে চায়। এজন্য দেরি হওয়া তাদের কাছে কোন বিষয় নয়। তিনি উদাহরণ হিসাবে বলেন, যারা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চায়, তাদের প্রথম পছন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কাজেই তারা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসার চেষ্টা করে। এজন্য অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ বললেন ভিন্ন কথা। তিনি বলেন, একটা ব্যাচ পাস করে না গেলে অন্য একটা ব্যাচ ভর্তি করা যায় না। যেমন, ১৯৯৮ সালে যারা এইচএসসি পাস করেছে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের ক্লাস কেবল শুরু হয়েছে। অথচ '৯৯ সালের এইচএসসি'র ফলও বের হয়ে গেছে। অর্থাৎ এদের এখনই ভর্তি করা গেলে কোন সেশনজট থাকত না। কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব। এক সাথে দু'টি ব্যাচের ক্লাস নেয়া অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন আগে এক সাথে প্রথম বর্ষের দু'টি ব্যাচের ক্লাস নেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করা যায়নি। সিনিয়রিটি-জুনিয়রিটির কারণে ছাত্ররাই একসাথে ক্লাস করতে বেঁকে বসে।

সেশনজট যাই থাক, ভর্তি প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। ১৯৯৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ৬৮ হাজার ৬৭৪ জন। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৯৫৪ জন। এদের অধিকাংশই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। অথচ আসন সংখ্যা অনেক কম। দেশে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ১১টি। এর মধ্যে জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদ, বাকি ৯টিতে নিয়মিত ছাত্র ভর্তি করা হয়। সরকারী মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে ১৩টি। এই বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা ১৬ হাজার ৪শ'র মতো। এছাড়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ১৮টি, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ ৫টি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৪টি। এসব প্রতিষ্ঠানে সব মিলিয়ে আসন সংখ্যা ২২ হাজার। দেশে বহু অনার্স, ডিগ্রী কলেজ থাকলেও ছাত্রদের মূল লক্ষ্য উপরোল্লিখিত উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হওয়া। তাই তারা জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে আসন দখলের।